প্রথম আলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

কম্পিউটার গেমে হাতিরঝিল

মো. রাফাত জামিল | আপডেট: ০১:৫৯, মার্চ ২৮, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

ল্যামবরগিনির স্টিয়ারিং আপনার হাতে; হাতিরঝিলের রাস্তায় রেসে নেমেছেন আপনি। হাতিরঝিলের দৃষ্টিনন্দন রাস্তায় চক্কর দিচ্ছে আপনার গাড়ি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারলেই বিজয়ী আপনি। সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়েও হতে পারে একচক্কর রেস। মন চাইলে ঝিলের পানিতে নেমে পড়তে পারেন স্পিডবোট নিয়ে। দুরন্ত গতিতে ছুটে পার হতে হবে কয়েকটি র‍্যাম্প। পাখির চোখে হাতিরঝিলকে দেখতে চাইলে চালাতে পারেন বিমান। এত কিছু করা যাবে একটি কম্পিউটার গেমে। দেশি প্রতিষ্ঠান ম্যাসিভ স্টার স্টুডিওর একদল তরুণ প্রযুক্তিবিদ হাতিরঝিলের পটভূমিতে তৈরি করেছে 'হাতিরঝিল ড্রিম বিগিনস' নামে কম্পিউটার গেম। ঢাকার কম্পিউটার বাজারে আজ থেকেই পাওয়া যাবে এক সিডির এই গেম।

শুরুটা যেমন

গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ম্যাসিভ স্টার স্টুডিও একটি গেমস নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। মাত্র ছয় মাসে তারা নির্মাণ করেছে হাতিরঝিল ড্রিম বিগিনস। প্রথমে আটজনের দল নিয়ে কাজ শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। এরপর হয় ২১ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ দল। দলের সবাই বয়সে তরুণ। পাঁচটি ভাগে ভাগ হয়ে দলের সদস্যরা এখনো কাজ করছেন। দলে আছেন নকশাকার, গ্রাফিকস ও অ্যানিমেশন নির্মাতা, প্রোগ্রামার, শব্দ প্রকৌশলীরা।

ম্যাসিভ স্টার স্টুডিওর প্রধান নির্বাহী মাহবুবুল আলম বলেন, 'অনেক দিন ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম, বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়, এমন একটি কম্পিউটার গেম বানাব। স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার একটা বিষয় খুঁজছিলাম। হাতিরঝিল প্রকল্প সম্পন্ন হতেই মনে হলো, এটা নিয়েই তো গেম তৈরি হতে পারে! এই গেমের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কম্পিউটারের পর আমরা তৈরি করব এর অ্যানড্রয়েড সংস্করণ, যেটি খেলা যাবে স্মার্টফোনে। '

গেমটির প্রধান ডেভেলপার ফারহান মাহমুদ বলেন, 'এটি নির্মাণে আমরা গুগল স্কেচআপ প্রো, মায়া, থ্রিডি

স্টুডিও ম্যাক্স ও ব্লেন্ডার সফটওয়্যার ব্যবহার করেছি। শব্দ সংযোজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি অডেসিটি ও ওপেন সোর্স সাউন্ড সফটওয়্যার। রেন্ডারিংসহ অধিকাংশ কাজই করা হয়েছে ব্লেন্ডার সফটওয়্যার দিয়ে।' গেমটির প্রধান লেভেল ডিজাইনার নুর-ই আরাফাত জানান, এতে রয়েছে ৩১টি লেভেল। একটি শেষ না করে অন্য লেভেলে প্রবেশ করা যাবে না। লেভেলগুলোয় নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া আছে। খেলতে না চাইলে বিআরটিসির বাস বা প্রাডো গাড়িতে করে ঘুরে বেড়ানো যাবে হাতিরঝিলে। এ ছাড়া পার্কিং নিয়েও আছে অন্য রকম একটি খেলা।' হাতিরঝিল ড্রিম বিগিনস গেমে স্পিডবোট নিয়েও খেলা যাবে। ওড়া যাবে বিমানে।

দেশি এ গেমটির মাধ্যমে উঠে এসেছে রাজধানীর হাতিরঝিলের সৌন্দর্য। গ্রাফিকসও চমৎকার। গেমটিতে রয়েছে র‍্যাম্পিং, র‍্যাংক-ভিত্তিক বিভিন্ন রোমাঞ্চকর আবহ ও হেলিকপ্টারের সঙ্গে ঝুলন্ত রাস্তা। গেমটির সব লেভেলে রয়েছে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা। গেমটির দাম ১৫০ টাকা।

বয়স তার মাত্র ১৩

হাতিরঝিলের এ গেমটি নির্মাণে যে ২১ জনের দল রয়েছে, সেটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য মাশরুর মাহমুদ। গেমটি নির্মাণে রয়েছে তার নানা রকম অবদান। শব্দ সংযোজন, গ্রাফিকস ও লেভেল তৈরিতে কাজ করেছে সে। ধানমন্ডি সরকারি বয়েজ স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে মাশরুর। বয়স ১৩ বছর। বড় ভাই ফারহান মাহমুদের কাছেই প্রযুক্তি শিক্ষার হাতেখড়ি। পঞ্চম শ্রেণী থেকে কাজ করছে প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সে প্রথম আলোকে বলে, 'ভবিষ্যতে গেম নির্মাতা হতে চাই। প্রোগ্রামিং বিষয়টাও শেখার চেষ্টা করছি।'

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
প্রথম আলো ১৯৯৮-২০১৪

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্সঃ ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইলঃ info@prothom-alo.info

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা বা ছবি অনুমতি ছাড়া নকল করা বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বেআইনি